নজরে শহর

কোচবিহারে খাবার বিলি

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : কোচবিহারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের হাতখরচের টাকা জমিয়ে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাতৃমার সামনে খাবার বিলি করার ব্যবস্থা করেছেন। গত ২২ মার্চ থেকে সন্ধ্যায় সেখানে খাবার বিতরণ করা হয়। করোনা রুখতে সতর্কতা হিসেবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একাধিক পদক্ষেপ করেছে। শহরে যখন লকডাউন চলছে, তখন ২১ দিন রোগীর আত্মীয়দের খাবার দিয়ে সাহায্য করতে চলেছে আস্থা ফাউন্ডেশন নামে ওই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দূরত্ব বজায় রেখে হাতে গ্লাভস এবং মুখে মাস্ক পরে তাঁরা খাবার বিতরণ করছেন।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে মাতৃমার সামনে থাকা রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে চা, রুটি, বিস্কুট দিয়ে সহযোগিতা করা হয়। সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে, যতদিন লকডাউন থাকবে, ততদিন এই খাবার বিতরণ করার কথা তাঁরা ভেবেছেন। কারণ মাতৃমার সামনে প্রতিদিনই বহু রোগীর আত্মীয় থাকেন। লকডাউনের ২১ দিন দোকানপাট বন্ধ থাকায় তাঁদের সমস্যায় পড়তে হবে। সেই সব রোগীর আত্মীয়দের কথা মাথায় রেখে বিকেলে চা, রুটি, বিস্কুট খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক শঙ্কর রায় বলেন, 'আমরা কয়েকদিন ধরে রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে খাবার বিতরণ করছি।'

মেলা স্থগিত

সোনাপুর, ২৫ মার্চ : টানা তিন সপ্তাহ দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণার ফলে চলতি বছর দক্ষিণ সোনাপুর সুকধনেরকুঠি কেন্দ্রীয় হিন্দুস্তান হরিসভা কমিটির বাৎসরিক বাসন্তীমেলা স্থগিত হয়ে গেল। পঞ্জিকা অনুযায়ী কমিটির এবারের ৬৯তম বাসন্তীপুজো আগামী ১৬ চৈত্র শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক আবহে দেশজুড়ে করোনা আতঙ্কের ফলে কমিটির কর্মকর্তারা এবারে পুজো এবং দশমীমেলা উভয়ই স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কমিটির সম্পাদক মৃণালকান্তি রায় বলেন, 'চারদিকে যেভাবে করোনা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ও লকডাউন চলছে তার জন্য এই বছর আমরা মেলা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

সংক্রমণ ঠেকাতে

জয়গাঁ, ২৫ মার্চ : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জয়গাঁর ঝরনা বস্তির ভাই ভাই ক্লাব এগিয়ে এল। বুধবার ক্লাবের উদ্যোগে শহরের গুম্ফা রোড ও মল্লিক গ্যারাজ এলাকায় জলের ড্রাম বসানো হয়। সেই সঙ্গে ক্লাবের তরফে ওই দুই জায়গায় সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা হয়। ক্লাবের সভাপতি মোমিদুল হক বলেন, 'দেশের অন্য এলাকার মতো করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে জয়গাঁতেও লকডাউন চলছে। তবে অতি প্রয়োজনে কিছু বাসিন্দা বাড়ি থেকে বাইরে আসছেন। তাঁরা যাতে কোনওভাবেই সংক্রমণের শিকার না হন–সেটা ভেবেই ক্লাবের তরফে শহরের দুই এলাকায় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

সাহায্যের উদ্যোগ

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। শনিবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত আধিকারিক, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী সবাই করোনা রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আর্থিক সাহায্য করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সাফেলি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আগামী শনিবার এক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।'

মঙ্গলবার রাতে বাবুরহাটে আগুন নেভানোর প্রক্রিয়া চলছে। ছবি : জয়দেব দাস

করোনার আতঙ্কের মাঝে আরও ক্ষতি

বাবুরহাট বাজারে আগুন, পুড়ে ছাই পাঁচটি দোকান

কোচবিহার, ২৫ মার্চ : ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বাজারের পাঁচটি দোকান। মঙ্গলবার গভীর রাতে কোচবিহার শহর সংলগ্ন বাবুরহাট বাজারে আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ও কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। তারা স্থানীয়দের সহযোগিতায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা না গেলেও শর্টসার্কিটের জেরে আগুন লাগতে পারে বলে দমকলের ওসি রঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন।

এমনিতেই করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের জেরে স্তব্ধ গোটা বিশ্ব। দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। ফলে স্বাভাবিকভাবে যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন সাধারণ মানুষ। ব্যবসাতেও যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মাথায় যেন বাজ পড়েছে। এমনটাই বললেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা।

দমকল ও স্থানীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, বাবুরহাট বাজারে প্রায় ১৫০টি দোকান রয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে সেখানকার বেশ কয়েকটি দোকানে আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় কোচবিহার দমকলকেন্দ্র ও কোতোয়ালি থানায়। প্লাইউড, ফার্নিচার, কাপড়, চায়ের দোকান সহ পাঁচটি দোকান পুড়ে যায়। কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয় বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

যদিও কীভাবে আগুন থাকল তা নিয়ে ব্যবসায়ী ও দমকল কর্তৃপক্ষ ধন্দে রয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানান, শনিবার রাতের পর থেকে দোকানগুলি বন্ধ ছিল। বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকায় সেখানে শর্টসার্কিটের সম্ভাবনা প্রায় নেই বলেই তাঁদের দাবি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সুখেন কুণ্ডু বলেন, 'রাতে হঠাৎই একজন ফোন করে দোকানে আগুন লাগার খবর দেয়। এসে দেখি দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। দমকলের কর্মীরা তা নেভাচ্ছেন। প্লাইউড সহ বিভিন্ন সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন ধরে দোকান বন্ধ ছিল। কীভাবে আগুন লাগল বুঝতে পারছি না।'

বাবুরহাট ব্যবসায়ী সমিতির এক কর্মকর্তা রাজু রায় বলেন, 'এমনিতেই চারদিকে করোনা নিয়ে মানুষের মধ্যে একটি আতঙ্ক রয়েছে। তার উপর এ ধরনের ঘটনায় ব্যবসায়ীদের আরও ক্ষতি হল।' স্থানীয় বাসিন্দা মান্তু রায় বলেন, 'রাতে সবার চিৎকার শুনে বাইরে গিয়ে দেখি, দোকানে আগুন জ্বলছে। দমকলকে আগুন নেভানোর কাজে আমরাও সহযোগিতা করেছি।'

গত শুক্রবার কোচবিহারের বৃহত্তম ভবানীগঞ্জ বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের শহর লাগোয়া আরও একটি বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দমকলের এক আধিকারিক জানান, প্রতিটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজনীয়। এছাড়া বিদ্যুতের তার ঠিকমতো রয়েছে কিনা–তা মাঝেমধ্যেই পরীক্ষা করা দরকার। নিয়মিত নজর রাখলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

কী ঘটেছে

- মঙ্গলবার গভীর রাতে সেখানকার বেশ কয়েকটি দোকানে আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয়রা।
- প্লাইউড, ফার্নিচার, কাপড়, চায়ের দোকান সহ পাঁচটি দোকান পুড়ে যায়।
- খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ও কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়।
- তারা স্থানীয়দের সহযোগিতায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
- অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা না গেলেও শর্টসার্কিটের জেরে আগুন লাগতে পারে বলে দমকলের ওসি রঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন।

মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে ১৩০ শয্যার নতুন ভবনের কাজ শেষ পর্যায়ে

করোনার জন্য উদ্‌বোধন পিছিয়ে গেল

মাথাভাঙ্গা, ২৫ মার্চ : মাথাভাঙ্গাবাসীর অনেকেরই মতে, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য আদর্শ জায়গা ছিল মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল। এখানে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি না হলেও ছিটমহল বিনিময়ের অর্থে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩০ শয্যার নতুন হাসপাতাল ভবন তৈরি করেছে। নতুন হাসপাতাল ভবনটি চালু করা হলে মহকুমার স্বাস্থ্য পরিষেবার ছবি অনেকটাই পালটে যাবে বলে মাথাভাঙ্গার মানুষ মনে করেন। বর্তমানে এই ভবনের কাজ শেষ পর্যায়ে। আগামী ৩১ মার্চ ভবনটি চালু হওয়ার কথা থাকলেও করোনা ভাইরাসের জন্য তা পিছিয়ে গিয়েছে।

মাথাভাঙ্গা মহকুমা সহ দিনহাটা মহকুমার সিতাই, মেখলিগঞ্জ মহকুমার জামালদহ, এমনকি ফালাকাটার একাংশের মানুষ চিকিৎসার জন্য মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে এই হাসপাতালের ১৭০টি শয্যা রয়েছে। তবে গরমের মরশুম সহ কিছু সময়ে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সেসময় ওয়ার্ডে স্থান সংকুলান না হওয়ায় একাধিক রোগীকে একই শয্যায় রাখতে হয়। প্রয়োজনে রোগীদের হাসপাতালে বারান্দাতেও রেখে চিকিৎসা করতে হয়। হাসপাতালের নতুন ভবন চালু হলে সেই সমস্যা হবে বলে আশায় বুক বাঁধছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

তবে আশার সঙ্গে আশঙ্কাও রয়েছে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ দেবদীপ ঘোষ বলেন, 'বর্তমানে ১৭০টি শয্যা ছাড়াও এইচডিইউতে ছয়টি ও এসএনসিইউতে ২০টি শয্যা রয়েছে। নতুন ভবনে ১৩০ শয্যার পরিকাঠামো থাকলেও প্রাথমিকভাবে ৮০টি শয্যা চালু হতে পারে। সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স, চতুর্থ শ্রেণির কর্মী এবং সাফাইকর্মী প্রয়োজন।'

হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'নতুন ভবন তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। শীঘ্রই হাসপাতালের নতুন ভবন চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। হাসপাতালের নতুন ভবনে সঠিকভাবে অতিরিক্ত ১৩০ শয্যা চালু করতে পারলে মহকুমা হাসপাতাল ৩০০ শয্যার হাসপাতালে পরিণত হবে।' তিনি আরও বলেন, 'নতুন ভবন চালু করার আগে পর্যাপ্ত ডাক্তার, নার্স, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী এবং সাফাইকর্মী নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে সরকার।' তৃণমূল নেত্রী ও কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন ডঃ কল্যাণী পোদ্দার বলেন, 'মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরির জন্য পর্যাপ্ত জমি রয়েছে। করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক কেটে গেলে মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চালু করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।'

পূর্ত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছর ৩১ মার্চ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নবনির্মিত ভবন স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে হ্যান্ড ওভার করার কথা ছিল। তবে করোনা ভাইরাস নিয়ে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কারণে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের নতুন ভবন। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

বর্তমানে ১৭০টি শয্যা ছাড়াও এইচডিইউতে ছয়টি ও এসএনসিইউতে ২০টি শয্যা রয়েছে। নতুন ভবনে ১৩০ শয্যার পরিকাঠামো থাকলেও প্রাথমিকভাবে ৮০টি শয্যা চালু হতে পারে। সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স, চতুর্থ শ্রেণির কর্মী এবং সাফাই কর্মী প্রয়োজন।

– ডাঃ দেবদীপ ঘোষ, সুপার

নতুন ভবন তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। শীঘ্রই হাসপাতালের নতুন ভবন চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। হাসপাতালের নতুন ভবনে সঠিকভাবে অতিরিক্ত ১৩০ শয্যা চালু করতে পারলে মহকুমা হাসপাতাল ৩০০ শয্যার হাসপাতালে পরিণত হবে।

–বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, চেয়ারম্যান, রোগীকল্যাণ সমিতি

হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখালেন নিরাপত্তারক্ষীরা

তুফানগঞ্জ, ২৫ মার্চ : করোনা আতঙ্কের মধ্যে হাসপাতালের নিরাপত্তার কাজ করতে হচ্ছে। অথচ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে মাস্ক, গ্লাভস ও স্যানিটাইজার চেয়েও পাওয়া যায়নি। সেজন্য হাসপাতালের অন্তর্বিভাগের মেইন গেটের খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ডিউটি পালন করে প্রতীকী বিক্ষোভ দেখালেন তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষীরা। বুধবার নিরাপত্তারক্ষীরা গেটের অনেকটা দূর থেকে ডিউটি করেন। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী গৌরাঙ্গ বসু বলেন, 'চারদিকে করোনা নিয়ে আতঙ্ক রয়েছে। আর এর মধ্যে আমাদের কোনও নিরাপত্তা ছাড়াই ডিউটি করতে হচ্ছে। আমরা চাই আমাদের স্যানিটাইজার, মাস্ক ও গ্লাভস দেওয়া হোক। না হলে আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এভাবেই বাইরে দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে হবে।' অপর এক নিরাপত্তারক্ষী রামদয়াল রায় বলেন, 'প্রতিদিন বহু মানুষ ও রোগী তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে আসেন। আমাদের তাঁদের সঙ্গে বেশিরভাগ সময়ে কথা বলতে হয়। অথচ আমাদেরই নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। তাই আমাদের মাস্ক, গ্লাভস ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার না দিলে আমরা গেটের বাইরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে ডিউটি করব। হাসপাতাল সুপারকে আমাদের দাবির কথা জানালেও তিনি আমাদের দাবিপূরণ করছেন না।' তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এজেন্সির মাধ্যমে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ১৫ জন নিরাপত্তাকর্মী কাজ করছেন। এ বিষয়ে হাসপাতালের সুপার ডাঃ মৃণালকান্তি অধিকারী বলেন, 'যেসব মাস্ক ও গ্লাভস রয়েছে তা চিকিৎসক, নার্স ও গ্রুপ ডি কর্মীদের দেওয়া হয়েছে। আরও মাস্ক এবং গ্লাভস চেয়ে পাঠালেও পর্যাপ্ত মাস্ক ও গ্লাভস আমরা পাচ্ছি না। তাই নিরাপত্তারক্ষীদের দাবিপূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পর্যাপ্ত মাস্ক ও গ্লাভস পাওয়া গেলে তাঁদের দাবিপূরণ করা সম্ভব হবে।'

> চারদিকে করোনা নিয়ে আতঙ্ক রয়েছে। আর এর মধ্যে আমাদের কোনও নিরাপত্তা ছাড়াই ডিউটি করতে হচ্ছে। আমরা চাই আমাদের স্যানিটাইজার, মাস্ক ও গ্লাভস দেওয়া হোক। না হলে আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এভাবেই বাইরে দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে হবে।
>
> *– গৌরাঙ্গ বসু, নিরাপত্তারক্ষী*

> যেসব মাস্ক ও গ্লাভস রয়েছে তা চিকিৎসক, নার্স ও গ্রুপ ডি কর্মীদের দেওয়া হয়েছে। আরও মাস্ক এবং গ্লাভস চেয়ে পাঠালেও পর্যাপ্ত মাস্ক ও গ্লাভস আমরা পাচ্ছি না। তাই নিরাপত্তারক্ষীদের দাবিপূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পর্যাপ্ত মাস্ক ও গ্লাভস পাওয়া গেলে তাঁদের দাবিপূরণ করা সম্ভব হবে।
>
> *– ডাঃ মৃণালকান্তি অধিকারী, সুপার*

সামাজিক দূরত্ব বৃত্ত আঁকা হচ্ছে রাস্তায়

দিনহাটা, ২৫ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আগামী ২১ দিন সারা দেশে লকডাউন চলবে। আর এরপরই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অনেক মানুষ। লকডাউনের সময় কী করে পরিষেবা পাওয়া যাবে, সেসব নিয়ে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে সকাল আটটা থেকে ১১টা পর্যন্ত বাজারের পাশাপাশি গালামালের দোকান খোলা থাকবে। সেজন্য রাত পোহাতেই দিনহাটার অনেক বাসিন্দা কোনওরকম স্বাস্থ্যবিধি না মেনে দোকানে দোকানে ভিড় করতে থাকেন। তখন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুরসভার তরফে এই সমস্ত দোকানে চক দিয়ে সামাজিক দূরত্ব বৃত্ত এঁকে দেওয়া হয়। এর ফলে এক ব্যক্তি অপরের থেকে দূরে থাকবেন। ফলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। বুধবার বিকেলে

মসজিদ সংলগ্ন একটি ওষুধের দোকানে গিয়ে এই দৃশ্যই দেখা গেল। পুরসভার এঁকে দেওয়া সার্কেলের মধ্যে থেকেই ক্রেতারা ওষুধ কিনলেন। ক্রেতা সুজয় দে বলেন, 'পুরসভার এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। এর ফলে জরুরি কিছু কিনতে গিয়ে ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা অনেকটাই কমবে।' বাজারে সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মেনে পরিষেবা দেওয়ার কথা বলেছেন দিনহাটা থানার পুলিশ। পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন দিনহাটা শহরের বাসিন্দারা। তারা জানান, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে লকডাউনের সময় তাঁদের দোকানে যেতেই হবে। সেখানে অন্যদের সংস্পর্শে এলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়বে। কিন্তু রাস্তার মাঝে এভাবে বৃত্ত এঁকে দেওয়ায় ভিড় কম হচ্ছে। ফলে জিনিস কিনতে এসে সংক্রমণের ভয় অনেকটাই কমেছে।

বীরপাড়ার খবর : নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকানের সামনে ক্রেতারা যাতে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ান, সেজন্য জায়গা চিহ্নিত করল বীরপাড়া ও মাদারিহাট থানার পুলিশ। বুধবার বীরপাড়ায় জায়গা চিহ্নিতকরণের কাজের তত্ত্বাবধান করেন বীরপাড়ার সিআই অমরেশ সিং। রাঙ্গালিবাজনায় মাদারিহাট থানার পুলিশকে তরুণ সংঘের সদস্যরা এই কাজে সাহায্য করেন। পুলিশের এই কাজের প্রশংসা করেছেন বীরপাড়া ও মাদারিহাট এলাকার বাসিন্দারা।

পাট্টা না থাকায় আবাস যোজনার ঘর মেলেনি

প্রণব সূত্রধর ● আলিপুরদুয়ার

২৫ মার্চ : আলিপুরদুয়ার শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কালজানি নদীর বাঁধ লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা জমির পাট্টা পাননি। ওই এলাকায় কয়েকশো মানুষ বসবাস করেন। তাঁদের হোল্ডিং নম্বর থাকলেও পাট্টা না থাকায় আবাস যোজনায় ঘর পাচ্ছেন না তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে প্রাক্তন কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেস। তঁ াদের অভিযোগ, প্রভাবশালীদের ভুয়ো নামে ঘর পাইয়ে দেওয়া হলেও যাঁদের ঘরের দরকার, তাঁদের ঘর দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার সাবির সাহা।

কালজানি নদীর বাঁধ সংলগ্ন এলাকার পাশাপাশি নদীর ওপারেও কয়েকশো মানুষ বসবাস করেন। এখানে মাত্র কয়েকজন আবাস যোজনার মাধ্যমে ঘর পেয়েছেন। সঞ্জয় কলোনি ও নদীর ওপারে দ্বীপচরের বাসিন্দারা ঘর পাননি। যদিও প্রায় সবাই আবাস যোজনার মাধ্যমে ঘরের জন্য আবেদন করেছিলেন। এলাকার বেশিরভাগ বাড়ি টিন, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। প্রাক্তন কাউন্সিলার সাবির সাহা জানিয়েছেন, জমির পাট্টা না থাকার কারণেই অনেকে ঘর পাননি। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যাঁদের ঘর পাওয়ার কথা, তাঁরাই ঘর পেয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা নিতাই বিশ্বাস বলেন, 'বাঁধের ওপারে সুভাষপল্লি এলাকায় বেশিরভাগ বাসিন্দা আবাস যোজনার মাধ্যমে ঘর পেয়েছেন। নদীর এপারেও কয়েকজন ঘর পেয়েছেন। শুধু বাঁধ লাগোয়া এলাকায় কেউ আবাস যোজনার ঘর পাননি।' অপর এক বাসিন্দা সন্তোষ মণ্ডল বলেন, 'ঘর পাওয়ার আশায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিলেও এই এলাকার কেউ ঘর পাননি। ঘর পেলে আমরা উপকৃত হতাম।' স্থানীয় বাসিন্দা মিনতি বর্মন বলেন, 'কয়েকশো মানুষ এই এলাকায় খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে দিন কাটান। আমাদের ঘর দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।'

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি নেতা মানু কেউট বলেন, 'প্রাক্তন কাউন্সিলার তেলা মাথায় তেল দিয়েছেন। যাঁদের ছাদপিটানো বাড়ি রয়েছে তাঁদের ফের ঘর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাঁদের ঘর নেই তাঁদের আবাস যোজনার ঘর দেওয়া হয়নি। অনেক বাড়িতে শৌচাগারের কাজও শেষ করা হয়নি।' কংগ্রেসের ১৫ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি বিমল মণ্ডল বলেন, 'আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ ঘর পাননি। অথচ ভুয়ো নামে অনেকে ঘর পেয়েছেন। আমরা আরটিআই করলেও পুরসভার তরফে জবাব দেওয়া হয়নি।' ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার সাবির সাহা বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন। এর আগে ৭০ জনকে ঘর দেওয়া হয়েছে। আবাস যোজনার প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকা থেকে ঘর দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় তালিকার ঘর দেওয়া হবে।'

আলিপুরদুয়ার শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে টিনের বাড়ি। –সংবাদচিত্র